AUG 05 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ছাত্ররাজনীতি বন্ধের আগে মাঠে নামানো হবে পুনর্গঠিত ছাত্রদলকে

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ছাত্রদলকে চাঙ্গা করার কাজ চলছে

মোশাররফ বাবলু : ছাত্ররাজনীতি এখনই বন্ধ করতে চাইছে না সরকার। এ ব্যাপারে নতুন কৌশলের অংশ হিসেবে বিএনপি ছাত্ররাজনীতি বন্ধের আগে ছাত্রদলকে পুনর্গঠন করে মাঠে নামাতে চায়। সরকারের ধারণা, ছাত্রদলকে মাঠে নামিয়েই ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করা যাবে। ছাত্রদলকে দিয়েই শিক্ষাঙ্গনে অস্থিতিশীলতা তৈরি করে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হবে।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, বিএনপির কতিপয় সিনিয়র মন্ত্রী ছাত্রদলকে চাঙ্গা করতে প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেই ছাত্রদলকে মাঠে নামানোর প্রক্রিয়া চলছে। বর্তমানে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমান দেশের বাইরে রয়েছেন। তিনি ফিরে আসার পরই ছাত্রদলের স্থগিত কমিটি পুনর্গঠন করবেন বলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্রে জানা যায়।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে পুরুষ পুলিশের প্রবেশ ও ছাত্রীদের ওপর বর্বরোচিত হামলার ঘটনায় বিএনপি হাইকমান্ড নতুনভাবে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে। বিএনপির শীর্ষ নেতাদের অনেকে মনে করছেন, ছাত্ররাজনীতি বহাল থাকা অবস্থায় ছাত্রদলকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া ঠিক হবে না। বিএনপির অঙ্গসংগঠনগুলোর মধ্যে ছাত্রদল অন্যতম শক্তিশালী সংগঠন। '৯০-এর আন্দোলনে ছাত্রদলের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। তাই ছাত্রদলকে নিষ্ক্রিয় করা আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হবে বলে তারা মনে করছেন। ছাত্রদল সক্রিয় থাকলে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিপক্ষরা ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের সুযোগ পেতো না। এসব বিষয় নিয়ে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বিএনপির সিনিয়র মন্ত্রীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক হয়। বৈঠকে বিএনপি মন্ত্রীরা ছাত্রদলকে পুনর্গঠন করার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ দেন।

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

ছাত্ররাজনীতি বন্ধের আগে মাঠে নামানো হবে

● প্রথম পাতার পর

ফলে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেই ছাত্রদলকে নতুন উদ্দীপনায় ঢেলে সাজানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে সূত্র জানায়।

এদিকে বিএনপির সিনিয়র মন্ত্রী ও নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করার পরই প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া গত ৩০ জুলাই তাঁর দপ্তরে বিএনপির ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক ও স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী আমান উল্লাহ আমানকে ডেকে পাঠান। দীর্ঘ ৮ মাস স্থবির থাকা ছাত্রদলের কার্যক্রম আবার চাঙ্গা করার জন্য প্রধানমন্ত্রী তাদেরকে নির্দেশ দেন। ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক আমান উল্লাহ আমান এমপি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ পাওয়ার পর গত শুক্রবার থেকে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয়সহ মহানগর উত্তর, মহানগর দক্ষিণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ছাত্রদল সংগঠন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছেন। গত ১৭ নভেম্বর জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদের কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করা হয়। ছাত্রদলের কার্যক্রম স্থগিত করার পরও ছাত্রদলের সভাপতি নাসির উদ্দিন পিন্টু এমপি বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন অফিস-আদালত ও পরিবহন সেক্টরগুলোতে ছাত্রদলের চাঁদাবাজির অভিযোগ পাওয়া যায়। ফলে ছাত্রদলের সভাপতির পদ থেকে নাসির উদ্দিন পিন্টুকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। সেই থেকে অদ্যাবধি কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার প্রক্রিয়া নিয়েই সরকার বিএনপির অন্যতম অঙ্গসংগঠন ছাত্রদলের কার্যক্রম স্থগিত রাখে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার আবার ছাত্রদলকে চাঙ্গা করার জন্য জোর তৎপরতা চালাচ্ছে। ছাত্রদলকে পুনর্গঠন করার সিদ্ধান্তে ইতিমধ্যে ছাত্রদলের নেতারা আসন্ন নতুন কমিটিতে স্থান লাভ করার জন্য লবিং-তদবিরও শুরু করেছে। ছাত্রদলের নেতারা তাদের পছন্দের শীর্ষ নেতা ও মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করছেন বলে জানা যায়।

সূত্র আরো জানায়, বিএনপি একদিকে ছাত্রদলকে চাঙ্গা করার উদ্যোগ নিচ্ছে, অন্যদিকে সরকার ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি বন্ধের জন্য জনমত সৃষ্টিতে বিভিন্ন পেশাজীবীদের সঙ্গে সংলাপে বসবে। তবে শিগগিরই-পেশাজীবীদের সঙ্গে যে সংলাপের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল তা আপাতত ধীরগতিতে চলছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে সাবেক ছাত্রনেতাদের নামে চিঠি পাঠানোর তালিকা পর্যন্ত করা হয়েছিল। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশাররফের সফর শেষেই সংলাপে বসার আয়োজন চলছিল। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা সবকিছু ওলটপালট করে দিয়েছে বলে দায়িত্বশীল একজন বিএনপি নেতা জানান। ঐ নেতা আরো জানান, সরকার এখনো পেশাজীবীদের সঙ্গে সংলাপের উদ্যোগ ছেড়ে দেয়নি। সংলাপ হলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সাবেক ছাত্রনেতাসহ পেশাজীবীদের সঙ্গেই হবে। সকলের ঐকমত্য থাকলে ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ করা হবে। ঐকমত্য না হলে সরকারের একার পক্ষে ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ করা সম্ভব নয়। এই উদ্যোগকে সামনে রেখে সরকার ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ সংশোধন করে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার ওপর জোর দেবে বলে সূত্র জানায়।

বাজেট অধিবেশনের সমাপনী দিনে ১৫ জুলাই প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ছাত্ররাজনীতি বন্ধের প্রস্তাব দেন। এর আগে প্রধানমন্ত্রী গত বছর ২ ডিসেম্বর ও গত মাসের ২৯ জুন সংসদে তার ভাষণে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলসহ খোদ বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠন ছাত্রদলের মধ্যেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বিএনপির বড়ো একটি অংশ মনে করছে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ না করে আগে দলের মধ্য থেকে ও সারা দেশে সন্ত্রাস দমন করা উচিত। এমনকি ছাত্ররাজনীতির প্রচলিত ধারার বদলে ইতিবাচক ধারার রাজনীতি চালু করার বিষয়ে মত দেন। তবে বিএনপির ঐ অংশের অনেকেই মুখ খুলতে চান না। কতিপয় মন্ত্রী ও বিএনপি নেতা প্রধানমন্ত্রী যা বলেন তাই মেনে নিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী ঐ মন্ত্রীদের পরামর্শেই ছাত্রদলকে নতুন করে চাঙ্গা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ছাত্ররাজনীতি বন্ধ প্রসঙ্গে বিএনপি মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভুঁইয়া সাংবাদিকদের বলেছেন, সকলের ঐকমত্য হলেই কেবল ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করা হবে। আমরা এককভাবে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করতে পারি না। তবে এ ব্যাপারে-দলমত নির্বিশেষে সকল মহলের এগিয়ে আসা উচিত বলে তিনি মনে করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক ও জোট সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, আমরা ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করতে চাই না। আমরা চাই শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত রাখতে। তিনি বলেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রীই প্রথম ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তবে সবগুলো রাজনৈতিক দল যদি আলোচনায় বসে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছায় তাহলেই কেবল ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করা হবে। এর আগে আমরা ছাত্রদলের কমিটিগুলো পুনর্গঠন করতে চাই।

আমান উল্লাহ আমান এমপির সঙ্গে গতকাল নয়াপল্টনের দলীয় কার্যালয়ে কথা বললে তিনি ভোরের কাগজকে জানান, অছাত্রনির্ভর ছাত্ররাজনীতি আমরা চাই না। প্রধানমন্ত্রী শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সুষ্ঠু রাজনীতি চান। শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাসমুক্ত করা হবে। এ জন্যই ছাত্রত্ব আছে এমন নেতাদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক করে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করার চেষ্টা চলছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের কর্মিসভা

এদিকে গতকাল বিকেলে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ছাত্রদল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার এক কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপির ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক ও স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী আমান উল্লাহ আমান বলেন, বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে ছাত্রদলকে মেধা, মনন, সংযম, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, আগামী দিনে ছাত্রদলের নেতৃত্ব মেধাবী ছাত্রদলের হাতেই তুলে দেওয়া হবে। শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি দেশগঠনে ছাত্রদল নেতাকর্মীদের আত্মনিয়োগ করতে হবে। তিনি আরো বলেন, আওয়ামী লীগের সমস্ত ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত এবং দেশদ্রোহী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সর্বদা সজাগ থেকে এর মূল উৎপাটনে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে হবে। সভায় সভাপতিত্ব করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল সভাপতি কাজী রওনাকুল ইসলাম টিপু। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সাত্তার।